MAR 24 2001

দৈনিক ইনকিলাব

১০ এপ্রিল থেকে সকল সরকারী কলেজ ও আলীয়া মাদ্রাসায় অবিরাম ক্লাস বর্জন

স্টাফ্ রিপোর্টার ঃ পদোন্নতির দাবীতে সারাদেশের সরকারী কলেজ শিক্ষকরা আগামী ১০ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অবিরাম ক্লাস বর্জন কর্মসূচী পালন করবেন। দেশের ২৪৬টি সরকারী কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ও সরকারী আলীয়া মাদ্রাসার ১২ হাজার শিক্ষক এই ক্লাস বর্জন কর্মসূচীতে অংশ নেবেন। ফলে সকল সরকারী কলেজ ও আলীয়া মাদ্রাসাসমূহ ১০ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অচল হয়ে পড়বে। এমনকি আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষাও এতে বিঘ্নিত হয়ে পড়বে।

সরকারী কলেজ শিক্ষকদের সকল স্তরে পদোন্নতি, নতুন পদ সৃষ্টি, চাকরি স্থায়ীকরণ, শূন্যপদ পূরণ, অর্জিত ছুটি প্রদান এবং শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন পদ থেকে প্রশাসনিক ক্যাডার কর্মকর্তাদের অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবীতে গতকাল (শুক্রবার) ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে দেশের সরকারী কলেজ শিক্ষকদের সাধারণ সভায় ১০ এপ্রিল থেকে এই অবিরাম ক্লাস বর্জন কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি আয়োজিত এ সভায় ১০ এপ্রিলের আগেই পদোন্নতির ব্যবস্থাসহ অন্যান্য দাবী মেনে নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়। অন্যথায় সরকারী কলেজসমূহে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহতের জন্য সরকারকেই সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ

করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়। ইতিমধ্যেই এ দাবীতে দেশের সকল সরকারী কলেজ ও আলীয়া মাদ্রাসায় ১৯ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত টানা ৩ দিন ক্লাসবর্জন

৩ এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

১০ এপ্রিল থেকে অবিরাম ক্লাসবর্জন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মসূচী পালিত হয়েছে। কিন্তু বিগত ৫ বছর যাবৎ বন্ধ রাখা পদোন্নতির প্রক্রিয়া পুনরায় চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়নি বা অন্যান্য দাবী-দাওয়ার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর জাহানারা বেগমের সভাপতিত্বে গতকাল ঢাকা কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সারাদেশের সরকারী কলেজ শিক্ষকদের এই সমাবেশ ও সাধারণ সভায় শিক্ষক প্রতিনিধিরা উল্লেখ করেন, গত প্রায় ৫ বছর যাবৎ সরকারী কলেজ ও আলীয়া মাদ্রাসাসমূহের ৪ হাজার শিক্ষকের পদোন্নতি সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। প্রতি বছর শত শত শিক্ষক পদোন্নতি ছাড়াই অবসরে চলে যাচ্ছেন। অনেকে ২০/২১ বছর যাবৎ একই পদে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ৫ বছরে একজন সিনিয়র শিক্ষকের উচ্চতর পদে পদোন্নতি পাওয়ার কথা থাকলেও এবং সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ন্যায্য পদোন্নতি মিলছে না। অথচ প্রশাসন ক্যাডারের জুনিয়র কর্মকর্তারাও ইত্যবসরে একের পর এক পদোন্নতি নিয়ে অনেক উচ্চাসনে আসীন হচ্ছেন। অপরদিকে সারাদেশের সরকারী কলেজে বর্তমানে প্রায় ৩ হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। কলেজগুলোতে অনার্স-মাস্টার্স খোলা হলেও প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করা হয়নি। শিক্ষক সঙ্কট সরকারী কলেজে তীব্র আকার ধারণ করেছে। কলেজের অধ্যক্ষ-উপাধ্যক্ষের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো অধিকাংশই এখন শূন্য। এ অবস্থায় সারাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ চরম সংকটের মুখে। আগামী ১০ এপ্রিলের মধ্যে সিনিয়রিটি অনুযায়ী সকল স্তরের শূন্য পদে পদোন্নতি এবং বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের আহবান জানিয়ে তারা বলেন, এ দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আর ক্লাসে যাবো না।

এ সময় উপস্থিত শিক্ষক প্রতিনিধিবৃন্দ ১০ এপ্রিল থেকে পূর্ণ কর্মবিরতির কর্মসূচী ঘোষণা করার জন্য নেতৃবৃন্দের প্রতি সমস্বরে দাবী জানাতে থাকেন। কিন্তু সরকার সমর্থক কতিপয় নেতা আন্দোলনের চেয়ে সরকারের সাথে লবিং করে দাবী আদায়ে আপাতত নরম কর্মসূচীর পক্ষাবলম্বন করেন।

দিনব্যাপী এই সাধারণ সভা ও শিক্ষক সমাবেশে বক্তৃতা করেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মহাসচিব প্রফেসর মোহাম্মদ কফিলউদ্দিন, যুগ্ম-মহাসচিব ফাহিমা খাতুন, সেলিম খোন্দকার, মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, আতিয়ার রহমান, ইফতেখার আহমদ, নূর মোহাম্মদ, ইলিয়াস বখত, রফিকুল ইসলাম, ওয়াহিদুজ্জামান, মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন প্রমুখ।

সভাপতির বক্তৃতায় প্রফেসর জাহানারা বেগম বলেন, ১০ এপ্রিলের মধ্যে দাবী বাস্তবায়ন না হলে এরপর সবকিছু বন্ধ করে দেয়া হবে। প্রয়োজনে কর্মবিরতিও ঘোষণা করা হবে। শিক্ষকদের দুর্বল না ভাবার আহবান জানিয়ে তিনি সরকারের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষকরা মাঠে নামতে চান না, তারা ক্লাস করতেই বেশী উৎসাহী কিন্তু আমাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে না দিলে আমরা আর নিশ্চুপ বসে থাকব না।

সমিতির মহাসচিব প্রফেসর মোহাম্মদ কফিলউদ্দিন বলেন, পদ থাকলে সরকারী চাকরিতে পদোন্নতি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এজন্য আমাদের দাবী জানিয়ে আন্দোলনে নামতে হচ্ছে। রিটেনশন অর্ডারে প্রায় ৩ হাজার শিক্ষক নিয়মিত মাসিক বেতন থেকে বঞ্চিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা শনিবারেও ক্লাস করি অথচ আমাদের অর্জিত ছুটি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে পদোন্নতি ব্যবস্থাসহ শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা ক্যাডার ছাড়া অন্য ক্যাডারের লোকদের অবিলম্বে অপসারণের জন্যও তিনি জোর দাবী জানান।